বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
ঋণ আদায় বিভাগ।
Email:dgmrecovery@Krishibank.org.bd

পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং করুন
ফোনঃ ০২২২৩৩৮৩১৬৫

ঋণ আদায় মহাবিভাগ পরিপত্র নং- ০৮/২০২৩ তারিখ ঃ ২৭-০৭-২০২৩ খ্রিঃ

পরিপত্র

বিষয় ঃ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ঋণ আদায়, অবলোপনকৃত ঋণ আদায়, ৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তর এবং শ্রেণিকৃত ঋণ স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ প্রসংগে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণ (Non Performing Loan–NPL) সর্বোচ্চ পরিমাণে আদায় ও অশ্রেণীকৃত আদায়যোগ্য ঋণ (WCL) শ্রেণীকৃত হওয়ার পূর্বেই আদায় নিশ্চিত করে নগদ তহবিল প্রবাহ বৃদ্ধিকরণ, শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ হ্রাস করণ এবং মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ঋণ আদায়ে বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। গুণগত মানসম্পন্ন ঋণ বিতরণসহ অন্যান্য আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের অন্যতম উৎস হলো ঋণ আদায়। ঋণ আদায়ের জন্য প্রযোজ্য সব ধরণের কলাকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে ঋণ আদায়ে গতিশীলতা আনতে না পারলে অনাদায়ী ঋণ নন-পারফরমিং ঋণে (NPL) পরিণত হবে এবং ব্যাংকের আয় হ্রাস পাবে ও সার্বিক কর্মকান্ডের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ব্যাংকের শ্রেণীকৃত/খেলাপী ঋণ/পুনঃতফসিলকৃত ঋণ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আদায় করতে হবে।

০২। উপর্যুক্ত অবস্থায়, অত্র ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণ, শ্রেণীকৃত ঋণ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা ও আয় বৃদ্ধির স্বার্থে ১৭-০৭-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৮৩৭ তম সভায় অনুমোদিত ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ঋণ আদায়, অবলোপনকৃত ঋণ আদায়, ৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তর ও অর্থবছর শেষে শ্রেণিকৃত ঋণ স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা নিরীক্ষিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বর্ণিতভাবে সংশোধন করা হলোঃ

(কোটি টাকায়)

বার্ষিক ঋণ আদায়					অবলোপনকৃত ঋণ	৫২-স্থগিত সুদ আদায়	অর্থবছর শেষে শ্রেণিকৃত ঋণ স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা
শ্রেণীকৃত ঋণ (CL)	শ্রেণীযোগ্য ঋণ (WCL)	দ্বিগুণের আওতায় আদায়যোগ্য ঋণ	পুনঃতফসিলকৃত ঋণ আদায় (WCL ও দ্বিগুণ ব্যতীত)	সর্বমোট ঋণ আদায়			
০১	০২	০৩	০৪	০৫(১+২+৩+৪)	০৬	০৭	০৮
১৬০০.০০	৮৯৬৩.৯৪	১০৩১.১৮	৩৯৭২.৪৭	১৫৫৬৭.৫৯	৫০.০০	৮০০.০০	১৫৮৮.২২

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত উপরোক্ত লক্ষ্যমাত্রা সমূহ ব্যাংকের সকল বিভাগীয় কার্যালয়ে এতদ্সংগে সংযুক্ত ''পরিশিষ্ট-১'' অনুযায়ী বন্টন করে দেয়া হলো। বিভাগীয় কার্যালয় প্রধানগণ 'পরিশিষ্ট-১' এ উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বিভাগাধীন অঞ্চলসমূহের ৩০-০৬-২০২৩খ্রিঃ তারিখের ঋণ স্থিতির উপর ভিত্তি করে আগামী ০২-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে অঞ্চলওয়ারী বন্টন করে উক্ত পত্রের অনুলিপি ঋণ আদায় বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। অনুরূপভাবে আঞ্চলিক/মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ অঞ্চলাধীন শাখাসমূহের মধ্যে বিভাগীয় কার্যালয় হতে প্রাপ্ত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ০৬-০৮-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পুন:বন্টন করবেন।

০৩। লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ঃ

(ক) বার্ষিক ঋণ আদায়ঃ

(১) **শ্রেণীকৃত ঋণ ঃ** বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অনাদায়ী শ্রেণীকৃত ঋণ (নন-পারফরমিং লোন-NPL) ব্যাংকের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতির হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনতে না পারলে ব্যাংকের ঋণ ঝুঁকি ও প্রভিশনের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে, যা ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণ এবং মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতির ৫০% হিসেবে ১৬০০.০০ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অঞ্চল প্রধানগণ শাখার শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণকালে মোট বিএল (BL) স্থিতির ৫০.২১% এবং এসএস ও ডিএফ (SS & DF) স্থিতির ৫০% হারে আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবেন। শাখা ব্যবস্থাপকগণ অনুরূপ ভাবে প্রত্যেক মাঠ কর্মকর্তা/কর্মচারীকে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে পাক্ষিক ভিত্তিতে অর্জনের বিষয়টি নিবিড়ভাবে তদারকি করবেন এবং তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। শাখা, আঞ্চলিক/মুখ্য আঞ্চলিক ও বিভাগীয় কার্যালয় পর্যায়ে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় কার্যক্রম অধিকতর জোরদারকরণের মাধ্যমে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে মন্দ/ক্ষতি (BL) ও এসএস এবং ডিএফ (SS & DF) হিসেবে চিহ্নিত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

চলমান পাতা-০২

(২) শ্রেণীযোগ্য ঋণ (WCL-1 ও WCL- 2) আদায়ঃ

ঋণ আদায় বিভাগের গত ০৩-০৭-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং প্রকা/আদায়/১(৫৯)/২০২৩-২০২৪/১৫ এর নির্দেশাবলী অনুসরন করে মাঠ কার্যালয়সমূহ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন (নিরীক্ষিত) সংকলিত করে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের শ্রেণীযোগ্য ঋণের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে নতুনভাবে শ্রেণীকৃত হওয়া রোধকল্পে শ্রেণীযোগ্য ঋণ হিসাবে চিহ্নিত সকল স্বল্প মেয়াদী ঋণ এবং যে সকল মেয়াদী ঋণের কিস্তি আদায় না হলে সম্পূর্ণ ঋণটি শ্রেণীকৃত হবে, সে সব ক্ষেত্রে ঋণের আদায়যোগ্য কিস্তির ১০০% নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই আদায় নিশ্চিত করতে হবে। শ্রেণীযোগ্য ঋণ-১ (WCL-1) এবং শ্রেণীযোগ্য ঋণ-২ (WCL-2) যথাক্রমে ৩১-১২-২০২৩ খ্রিঃ ও ৩০-০৬-২০২৪ খ্রিঃ তারিখে যাতে কোনক্রমেই নতুনভাবে শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হতে না পারে তা নিশ্চিত করে সকল শাখাকে NCL Free হিসাবে ঘোষণা করতে হবে;

(৩) দ্বিগুণের আওতায় আদায়যোগ্য স্বল্পমেয়াদী কৃষি ঋণ (পুনঃতফসিলকৃত) আদায়ঃ

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচন, ক্ষুধা মুক্তি ও সুস্বাস্থ্য অর্জনের জন্য কৃষি খাতকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুসরন করে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি খাতে স্বল্প মেয়াদী কৃষি ঋণ বিতরণ করে থাকে। ৩০-০৬-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ ভিত্তিক এ খাতের ঋণ স্থিতি ১৮৮৯২.৯৭ কোটি টাকা। কৃষি খাতকে ধারাবাহিকভাবে অগ্রসরমান করতে কৃষি ঋণে আসলের বেশি সুদারোপ না করার নির্দেশনা থাকায় উক্ত স্থিতির অধিকাংশ ঋণ হিসাবে (পুনঃতফসিলকৃত) সুদারোপ সম্ভব নয়, যা ব্যাংকের মুনাফা অর্জন ও আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে দ্বিগুণের আওতায় আদায়যোগ্য স্বল্পমেয়াদী কৃষি ঋণ স্থিতির ১০০% হিসেবে ১০৩১.১৮ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শাখা, আঞ্চলিক/মুখ্য আঞ্চলিক ও বিভাগীয় কার্যালয় পর্যায়ে উক্ত ঋণ আদায় কার্যক্রম অধিকতর জোরদারকরণের মাধ্যমে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **উল্লেখ্য, দিগুণের আওতায় আদায়যোগ্য কোনো ঋণ শ্রেণীযোগ্য-১ ও ২ হিসেবে চিহ্নিত হলে তা শুধুমাত্র দিগুণের আওতায় রিপোর্টিং করতে হবে;**

(৪) পুনঃ তফসিলকৃত ঋণ আদায় (শ্রেণীযোগ্য ঋণ-১,২ ও দ্বিগুণ ব্যতীত) ঃ

ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ এবং ঋণ শ্রেণীবিন্যাস নীতিমালা অনুযায়ী পুনঃতফসিলকৃত ঋণসমূহের অধিকাংশ ঋণ বর্তমানে UC হলেও এই ঋণগুলি দীর্ঘ দিনের পুরাতন বিধায় মূলত তা শ্রেণীকৃত ঋণ। এ কারণে ৩০-০৬-২০২৩খ্রিঃ তারিখ ভিত্তিক অনাদায়ী পুনঃতফসিলকৃত ঋণসমূহের মধ্যে যে সকল পুনঃতফসিলকৃত ঋণ WCL-1, WCL-2 ও দ্বিগুণের আওতায় আদায়যোগ্য ঋণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়নি সে সকল ঋণের স্থিতির ৫২.৬৩% হিসেবে ৩৯৭২.৪৭ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জনসহ এরূপ ঋণ হিসাবের অনাদায়ী ৫২-স্থগিত সুদ সম্পূর্ণ আদায় নিশ্চিত করতে হবে। **উল্লেখ্য, শ্রেণীযোগ্য-১ ও ২(পুনঃ) এবং দ্বিগুণ হিসেবে চিহ্নিত ঋণ বহির্ভূত পুনঃতফসিলকৃত ঋণসমূহই শুধুমাত্র এই খাতের আওতাধীন থাকবে এবং কোনোক্রমেই দ্বৈত রিপোর্টিং করা যাবে না।**

(খ) অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ঃ ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী অবলোপনকৃত ঋণ আদায় হলে তা সরাসরি আয় খাতে অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং, অবলোপনকৃত ঋণ অধিক পরিমাণে আদায় করে ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে ৩০-০৬-২০২৩খ্রিঃ তারিখ ভিত্তিক অনাদায়ী অবলোপনকৃত ঋণ স্থিতির ২৬.৪১% হিসেবে ৫০.০০ কোটি টাকা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অঞ্চল প্রধানগণ শাখাসমূহের অবলোপনকৃত ঋণ স্থিতির উপর ভিত্তি করে আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবেন এবং তা অর্জনের লক্ষ্যে অঞ্চল পর্যায়ে Debt Collection Unit এর নিয়মিত মাসিক সভায় পর্যালোচনা করে শাখাসমূহের অর্জিত ফলাফলের আলোকে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন ও শাখা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকি করবেন। অনুরূপভাবে স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় ও কর্পোরেট শাখাসমূহ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন নিশ্চিত করবেন।

(গ) ৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তর ঃ শ্রেণীকৃত ঋণ ও পুনঃতফসিলকৃত ঋণের স্থগিত সুদবাহী ঋণ হিসাবসমূহ হতে নগদ আদায় ব্যাংকের আয়ের অন্যতম উৎস। এ লক্ষ্যে পর্ষদ কর্তৃক ৩০-০৬-২০২৩খ্রিঃ তারিখ ভিত্তিক অনাদায়ী ৫২-স্থগিত সুদ স্থিতির ৪৭.৮৮% হিসেবে ৮০০.০০ কোটি টাকা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আয় খাতে স্থানান্তরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। স্থগিত সুদবাহী শ্রেণীকৃত ঋণ ও পুনঃতফসিলকৃত ঋণ আদায়ের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়সমূহ কর্পোরেট ও অন্যান্য শাখাসমূহকে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ৫২-স্থগিত সুদ আদায় লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।

(ঘ) শ্রেণিকৃত ঋণ স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা ঃ ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণ এবং মুনাফা অর্জনের নিমিত্ত শ্রেণিযোগ্য ও শ্রেণিকৃত ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জন এবং নতুনভাবে শ্রেণিকৃত ঋণ রোধের মাধ্যমে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত শ্রেণিকৃত ঋণ স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।

চলমান পাতা-০৩

০৪। **ঋণ আদায় কার্যক্রম ঃ** ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক ঋণ আদায়, অবলোপনকৃত ঋণ আদায় এবং ৫২-স্থগিত সুদ আদায় লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়সহ সকল বিভাগীয় কার্যালয়, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়, কর্পোরেট শাখা ও অন্যান্য শাখাসমূহকে বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ ও তা সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হবেঃ

(ক) ঋণগ্রহীতাগণের তালিকা প্রস্তুতকরণঃ
ঋণ আদায় বিভাগের গত ০৬-০৭-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং প্রকা/আদায়/১(৫৯)/২০২৩-২০২৪/২৫ এর সকল নির্দেশনা পরিপালন করে শাখার অনাদায়ী ঋণের শ্রেণীভিত্তিক ইউনিয়ন/ গ্রামওয়ারী তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। উক্ত তালিকায় ঋণগ্রহীতাগণের জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর, মোবাইল/টেলিফোন নম্বর অবশ্যই লিপিবদ্ধ করতে হবে, যাতে তাদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও ঋণ পরিশোধে তাগিদ প্রদান অধিকতর সহজ হয়;

(খ) শাখা ব্যবস্থাপকগণ শাখার সকল ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা শাখায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে বন্টনপূর্বক সাপ্তাহিক ভিত্তিতে অর্জনের অগ্রগতি নিবিড়ভাবে তদারকিসহ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান নিশ্চিত করবেন;

(গ) নোটিশ জারীকরণঃ ডিউ ডেট রেজিস্টার হালনাগাদ করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডিমান্ড ও লিগ্যাল নোটিশ জারী করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষ নোটিশ জারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) ব্যক্তিগত যোগাযোগঃ ঋণ আদায় কার্যক্রম ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে ঋণগ্রহীতাগণের সাথে নিয়মিতভাবে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও ঋণ পরিশোধের তাগিদ প্রদান/উদ্বুদ্ধকরণের কোন বিকল্প নেই। যে সমস্ত এলাকায় অধিক খেলাপী ঋণ গ্রহীতা রয়েছে যে সকল এলাকাকে অগ্রাধিকার দিয়ে মাসিক ভ্রমণসূচি প্রণয়নপূর্বক ব্যাপকভাবে মাঠে ভ্রমণ করে ঋণগ্রহীতাগণের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও তাগিদের মাধ্যমে বার্ষিক ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। মাঠকর্মীদের কার্যক্রম শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক নিবিড়ভাবে তদারকিসহ অর্জিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ঙ) দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা সভার আয়োজনঃ শীর্ষ খেলাপী ঋণগ্রহীতাগণের নিকট হতে বকেয়া পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে শাখা/অঞ্চল ও বিভাগীয় কার্যালয় পর্যায়ে নিয়মিতভাবে দ্বি-পাক্ষিক সভার আয়োজন করতে হবে।

(চ) ঋণ আদায়ের বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ ঃ ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য ঋণ আদায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম ছাড়াও বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচি গ্রহণপূর্বক ঋণ আদায় মহাক্যাম্প/গ্রাহক সমাবেশের আয়োজন করতে হবে।

(ছ) শীর্ষ ১০০ খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের নিকট হতে ঋণ আদায় কার্যক্রম ঃ বিভাগ/অঞ্চল/শাখা পর্যায়ে শীর্ষ ১০০ খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা পৃথকভাবে প্রস্তুতপূর্বক, তালিকাভুক্ত শীর্ষ ১০০ খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের নিকট হতে খেলাপী ঋণ আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে এবং শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করতে হবে। মাঠ পর্যায়ের নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয় কর্তৃক কর্পোরেট শাখা/অন্যান্য শাখাসমূহের এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যাবলী নিয়মিতভাবে তদারকি ও পরিধারণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(জ) অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ঃ অবলোপনকৃত ঋণগ্রহীতাদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপনসহ দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সভার আয়োজন করে অবলোপনকৃত আটকে পড়া পাওনা আদায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আশানুরূপ ফলাফল না পাওয়া গেলে দায়েরকৃত মোকদ্দমাসমূহের পরিচালনা কার্যক্রম জোরদার করে পাওনা আদায় নিশ্চিত করতে হবে;

(ঝ) আয় বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ৫২ -স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তর ঃ স্থগিত সুদবাহী ঋণ হিসাব সমূহ শ্রেণীকৃত ঋণেরই অংশ এবং ব্যাংকের আয়ের অন্যতম উৎস। স্থগিত সুদবাহী শ্রেণীকৃত ঋণ হিসাবের বিপরীতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত স্থিতি সম্পন্ন ফলিও এর স্থগিত সুদের ১০০% এবং অন্যান্য ফলিও থেকে ন্যূনতম ৫,০০০/-টাকা আদায় নিশ্চিত করে আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, কর্পোরেট শাখা এবং শাখাসমূহকে ৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তরের বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ঋণ আদায় কার্যক্রম পরিচালনা ও বার্ষিক আদায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে;

(ঞ) পুনঃতফসিলকৃত ঋণ আদায়ঃ আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুনঃতফসিলকৃত ঋণের অনাদায়ি ৫২-স্থগিত সুদ স্থিতি আদায় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের মত গুরুত্বারোপ করে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ আদায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পুনঃতফসিলকৃত ঋণগুলো যাতে পুনরায় শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত না হয়, সে লক্ষ্যে আদায়সূচি অনুযায়ী সকল আদায়যোগ্য পাওনা/দেয় কিস্তিসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আদায় নিশ্চিত করতে হবে;

চলমান পাতা-০৪

(ট) তামাদি রোধ/তামাদি ঋণ আদায়/নিয়মিতকরণঃ ৩০-০৬-২০২৩খ্রিঃ তারিখ ভিত্তিক অনিষ্পন্ন তামাদি ঋণ হিসাবসমূহের জন্য একটি আলাদা রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তামাদি ঋণ আদায়/নিয়মিতকরণের বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তী ৬(ছয়) মাসের মধ্যে তামাদি হতে পারে এমন ঋণ হিসাবসমূহ চিহ্নিত করে রেজিস্টার প্রস্তুতপূর্বক তামাদি রোধের কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। খেলাপী ঋণ সম্পূর্ণ আদায়ে ব্যর্থ হলে তামাদি রোধ এবং তামাদি ঋণ নিয়মিতকরণ পরবর্তী অর্থ ঋণ আদালত/সার্টিফিকেট আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে;

(ঠ) ভুয়া ঋণ আদায়ঃ ৩০-০৬-২০২৩খ্রিঃ তারিখ ভিত্তিক অনাদায়ী ভুয়া ঋণ হিসাবসমূহ আদায়ের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট ভুয়া ঋণের জামিনদার/ নিশ্চয়তা প্রদানকারী/সনাক্তকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি তাঁদের উপর সামাজিকভাবে চাপ সৃষ্টি করে ভুয়া ঋণ আদায় নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও, ঋণ হিসাব ভুয়া হওয়ার জন্য দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাজনিত বিভাগীয় মোকদ্দমা রুজু করতে হবে;

(ড) অর্থঋণ আদালত এবং সার্টিফিকেট আদালতে মামলা দায়ের এবং নিষ্পত্তিকরণ ঃ
স্থানীয় প্রশাসনের সাথে নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে দায়েরকৃত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে শাখা কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঋণ আদায়ের সকল কলাকৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও ঋণ আদায় সম্ভব না হলে এবং ঋণ তামাদিতে বারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সেক্ষেত্রে অতি সত্বর অর্থঋণ এবং সার্টিফিকেট আদালতে মামলা দায়েরের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে অর্থ ঋণ আদালতে দায়েরকৃত মোকদ্দমা, মানিস্যুট ও সার্টিফিকেট মামলাসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অনিষ্পন্ন মোকদ্দমাসমূহের বছর ভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত ও রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। আদালতের বাইরে মামলা সংশ্লিষ্ট খাতকের সাথে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়/কর্পোরেট শাখা/ মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় ও শাখা কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

(ঢ) জামানতি সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় কার্যক্রমঃ ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণগ্রহীতাগণের নিকট হতে বকেয়া পাওনা আদায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আদালতে মামলা দায়েরের পূর্বে ঋণের জামানতি সম্পত্তি ব্যাংকের উদ্যোগে নিলামে বিক্রয়ের কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়াও, অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ৩৩(৫) ধারামূলে ভোগদখল ও বিক্রির অনুমোদন প্রাপ্ত জামানতি সম্পত্তি উন্মুক্ত নিলামে বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণ হিসাবের পাওনা আদায় এবং ৩৩(৭) ধারা মতে ব্যাংকের বরাবরে ঋণের জামানতির সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ত্ব হস্তান্তর পরবর্তী ১৩৬ খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং

(ণ) তদারকি কার্যক্রম ঃ বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক/মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন শাখাসমূহের শ্রেণীকৃত, শ্রেণীযোগ্য, দ্বিগুণের আওতায়, পুনঃতফসিলকৃত(ইউসি), অবলোপনকৃত ঋণ এবং ৫২-স্থগিত সুদ আদায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকি করে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঋণ অবলোপন, সুদ মওকুফ, ঋণ পুনঃতফসিলকরণের মাধ্যমে শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

০৫। শ্রেণীকৃত ঋণ, শ্রেণীযোগ্য ঋণ, দ্বিগুণের আওতায় আদায়যোগ্য স্বল্পমেয়াদী কৃষি ঋণ, পুনঃতফসিলকৃত ঋণ, এনসিএল, অবলোপনকৃত ঋণ আদায় এবং ৫২-স্থগিত সুদ আদায় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন সংক্রান্ত বর্ণিত তথ্যাদি সংযুক্ত ছক অনুযায়ী সাপ্তাহিক প্রতিবেদনে রিপোর্টিং করতে হবেঃ

(ক) বার্ষিক ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনের সুবিধার্থে সংযুক্ত ছক 'পরিশিষ্ট-২' অনুযায়ী সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রেরন করতে হবে;

(খ) শ্রেণীকৃত ঋণ (এসএস, ডিএফ ও বিএল) হতে নগদ আদায়ের পরিমাণ সাপ্তাহিক প্রতিবেদনে অর্জন হিসেবে দেখাতে হবে। এক্ষেত্রে সুদ মওকুফ, অবলোপন বা অন্য কোন কারণে সমন্বয়কৃত অংশ সমন্বয় কলামে দেখাতে হবে;

(গ) কোন মেয়াদী শ্রেণীকৃত ঋণের পাওনা কিস্তির সম্পূর্ণ টাকা আদায় হলে এবং সংশ্লিষ্ট ঋণটি অশ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হলে সেক্ষেত্রে আদায়কৃত টাকা নগদ আদায়ের কলামে এবং অবশিষ্ট সমন্বয়কৃত স্থিতি সমন্বয় হিসাবে দেখাতে হবে। স্পষ্টতঃ উল্লেখ্য যে, মেয়াদী ঋণের কিস্তি আদায়ের মাধ্যমে ঋণ হিসাব সমন্বয় ব্যতীত ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের মাধ্যমে ঋণ হিসাব অশ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হলেও তা আদায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হিসাবে সমন্বয়ের কলামে দেখানো যাবে না;

(ঘ) শ্রেণীযোগ্য ঋণ-১ ও শ্রেণীযোগ্য ঋণ-২ এর ক্ষেত্রে নগদে আদায়কৃত টাকা সাপ্তাহিক প্রতিবেদনের নগদ অর্জনের কলামে দেখাতে হবে। মেয়াদী ঋণের আদায়যোগ্য কিস্তি নগদে আদায়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব পরবর্তী ৩১ ডিসেম্বর/৩০ জুন সূত্র তারিখে শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হওয়া রোধ করা হলে অবশিষ্ট অনাদায়ী স্থিতি সমন্বয় হিসেবে সাপ্তাহিক প্রতিবেদনে দেখাতে হবে;

(ঙ) ৩১ ডিসেম্বর সূত্র তারিখে নতুনভাবে শ্রেণীকৃত হওয়া ঋণ (NCL) যেহেতু শ্রেণীযোগ্য ঋণ-১ এর অনাদায়ী স্থিতি, সেহেতু উক্ত NCL হতে আদায়কৃত টাকা নগদ আদায় ও সমন্বয় হিসেবে দেখাতে হবে;

(চ) সুদ মওকুফ ও সম্পূর্ণ নতুনভাবে পুনঃতফসিলকৃত ঋণের তথ্যাদি সাপ্তাহিক প্রতিবেদনে দেখাতে হবে;

(ছ) অবলোপনকৃত ঋণ হতে নগদ আদায়কৃত টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন হিসেবে দেখাতে হবে। এক্ষেত্রে সুদ মওকুফ বা অন্য কোন কারণে সমন্বয়কৃত অংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন হিসেবে দেখানো যাবে না, তা সমন্বয় হিসাবে দেখাতে হবে;

(জ) স্থগিত সুদবাহী শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় পরবর্তী যে পরিমাণ ৫২-স্থগিত সুদ ৪৬ আয় খাতে স্থানান্তর করা হবে কেবলমাত্র সে পরিমাণই ৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন হিসেবে দেখাতে হবে। এক্ষেত্রে সুদ মওকুফ বা অন্য কোন কারণে সমন্বয়কৃত অংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন হিসেবে দেখানো যাবে না, তা সমন্বয় হিসাবে দেখাতে হবে;

(ঞ) দ্বিগুণের আওতায় আদায়কৃত কোনো ঋণ হিসাব শ্রেণীযোগ্য-১/২ হিসেবে চিহ্নিত হলে তা শুধুমাত্র দ্বিগুণের আওতায় আদায় কলামে দেখাতে হবে। অর্থাৎ, সাপ্তাহিক বিবরণীতে আদায়কৃত একটি ঋণ শুধুমাত্র একবারই প্রদর্শিত হবে; এবং

(ট) উক্ত নির্দেশনাসমূহ পরিপালনকরতঃ প্রস্তুতকৃত সাপ্তাহিক প্রতিবেদন এবং শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগে প্রেরিত সাপ্তাহিক প্রতিবেদন একই এক্সেল ফাইলে ঋণ আদায় বিভাগে (dgmrecovery@krishibank.org.bd) **ই-মেইলযোগে প্রেরণ করতে হবে।**

০৬। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের শুরু হতেই ঋণ আদায়ের কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও যথাযথভাবে বাস্তাবয়নের মাধ্যমে বার্ষিক ঋণ আদায়, অবলোপনকৃত ঋণ আদায়, ৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তর এবং শ্রেণিকৃত ঋণ স্থিতির লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেয়া গেলো।

২৭/০৭/২৩

(খান ইকবাল হোসেন)
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক-২
তারিখ ঃ ২৭-০৭-২০২৩ খ্রিঃ

প্রকা/আদায়-১(৫৯)/২০২৩-২০২৪/৭২(১)/১০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (ই-মেইলযোগে) ঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, সকল উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়গণের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৪। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৫। সচিব, পর্ষদ সচিবালয়/সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা। অত্র পরিপত্রটি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপ-মহাব্যবস্থাপক, তথ্য প্রযুক্তি(সিস্টেমস) বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।
০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৯। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে)।
১০। নথি/ মহানথি।

(মোহাম্মদ আজিজুর রহমান ফকির)
উপ-মহাব্যবস্থাপক